-সেমিনার-

বিষয়ঃ ''প্রবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা''

স্থান-সিলেট জেলা পরিষদ অডিটরিয়াম, তারিখ-০৬.০২.২০১৬, শনিবার

মুল প্রবন্ধ: মোঃ রহমত আলী, প্রেসিডেন্ট, হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশ, ইউকে শাখা।

আয়োজনে: হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশ(এইচআরপিবি)

উপস্থিত সূধী মন্ডলী, আস্সালামু আইকুম।

আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিবাদন। এ সেমিনারের আয়োজক সংগঠনের যুক্তরাজ্য ইউনিটের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আজকের এই অনুষ্ঠানে বহিঃর্বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা প্রায় কোটি জনগোষ্ঠির নানাবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরার লক্ষ্যে আমাকে মূল নিবন্ধ উপস্থাপনের সুযোগ দেয়ায় আমি সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট ও সদ্য জাতীয় পরিবেশ পদক প্রাপ্ত আজকের এ সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি এডভোকেট মনজিল মোরসেদ সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । সাথে সাথে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দসহ যারা এখানে উপস্থিত তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

সুধীজন,

আপনারা জানেন, পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই, যেখানে কমবেশী বাংলাদেশী লোকজনের অস্তিত্ব নেই। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় বিশ্বের ১৫৯টি দেশে ৮৮ লাখ ৮৭ হাজার ১শত ১১জন প্রবাসী বসবাস করছেন। তবে বৈধ ও অবৈধ মিলিয়ে তা এক কোটি হবে বলে ধারনা। এমতাবস্থায় বলতে দ্বিধা নেই যে, এ জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের বৃহত্তর যে কোনো একটি জেলার মোট লোক সংখ্যার সম-সংখ্যক। সাড়ে ১৬ কোটি জনসংখ্যার দেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ ভাগের এক ভাগ কিংবা শতকরা হিসেবে প্রতি ৫ জনে একজন প্রবাসী। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, ২০১৫ অর্থবছরেই প্রবাসীদের রেমিট্যান্সের পরিমাণ প্রায় ১হাজার ৫শ ৩১ কোটি মার্কিন ডলার। এটা বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের প্রায় অর্ধেকের সমান। মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্বাধিনতার পরবর্তীকাল থেকে ব্যাপক হারে যাওয়া শুরু হলেও বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর ব্রিটেনে বসবাসের গোড়াপত্তন ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই। যেসব প্রবাসীরা তাদের কর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি বহিঃর্বিশ্বে নিরন্তর বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করে চলেছেন, তাদের রকমারী সমস্যা সমাধানে সত্যিকার অর্থেই কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান হচ্ছে না। ফলে প্রবাসীদের ক্ষোভ ও হতাশা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, ক্রমাগত তারা প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি বিমূখ হয়ে পড়ছেন। সমস্যা প্রকৃত অর্থেই অন্তহীন। প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে, পাসপোর্ট অফিসের নানা অনিয়ম ও এমআরপি পেতে বিলম্ব, বিমানবন্দরে প্রবাসী হয়রানির পাশাপাশি ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস্ ও বিমান যাত্রায় ভোগান্তি, নিরন্তর মিথ্যা মামলা দিয়ে প্রবাসী হয়রানি, ভূমি অফিসের সীমাহীন দুর্নীতি এবং জরিপ কর্মকর্তাদের নানা অনিয়ম, জায়গা-জমি ও বাসাবাড়ী ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে স্বার্থন্বেষী মহলের কারসাজি, পাওয়ার অব এটর্নীর নামে ভূঁয়া কাগজপত্র সম্পাদন, সন্তানাদির বিয়ে-সাদী প্রশ্নে নানা চক্রান্ত এবং বাড়ির কেয়ার টেকারদের নানামূখী প্রতারণা, ইত্যাদি। প্রবাসীদের প্রায় প্রতিটি পরিবারই এসব সমস্যার একাধিকবার সম্মুখীন হয়ে প্রতিকার চেয়ে গলদঘর্ম হয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়েছে বলে মনে হয় না।

বিমান ও বিমানবন্দর

এটা সর্বজন বিদিত যে, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধোত্তর যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত বাংলাদেশে জাতীয় পতাকাবাহী 'বাংলাদেশ বিমান'-এর রুট অপারেশন চালু প্রশ্নে প্রবাসী বাংলাদেশীরা অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় তাঁর আহবানে যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা এগিয়ে না গেলে দেশের আকাশপথে নতুন পরিবহন সংস্থার খুব অচিরেই ডানা মেলা সম্ভব হতো না। আর তাই এই বাংলাদেশ বিমান নিয়ে প্রবাসীদের প্রত্যাশার শেষ ছিল না। কিন্তু এই প্রত্যাশা গত বিয়াল্লিশ বছরেও লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেনি। সেবার মানকে প্রাধান্য না দিয়ে ক্রমাগত: ভাড়া বৃদ্ধি করে ও আমেরিকা কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে রুট বাতিল ও লন্ডন-সিলেট-লন্ডন সরাসরি ফ্লাইট বন্ধ করে প্রবাসীদের বিমান- বিমূখ করে তোলা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন দেশের এয়ারলাইন্স এ সূযোগ নিচ্ছে, তাই বাংলাদেশে আকাশপথের বাণিজ্য অনেকটাই হাতছাড়া হচ্ছে।

কাস্টমস, ইমিগ্রেশন ও প্রবাসী হয়রানী

ঢাকা, সিলেট সহ দেশের বিভিন্ন বিমান বন্দরে প্রবাসী হয়রানির জের চলে আসছে সুদূর অতীত থেকে। কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন কর্মচারীরা প্রবাসীদের পন্য হিসাবে মনে করেন। হয়রানী ও নির্যাতন এখন অনেকটাই ওপেন সিক্রেট। এর প্রতিবাদ করলে খড়্গ নেমে আসে। এভাবে প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রতিবাদী পুরুষ প্রবাসী ছুরত মিয়াকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। মুগল মিয়াকে করা হয় অপহরণ। ব্যারিষ্টার রেজওয়ান নির্যাতনের পর রক্তাক্ত করা হয়। এ ধরণের ছোট-বড় অসংখ্য ঘটনা রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু এসবের স্থায়ী প্রতিকার অদ্যাবধি হয়নি। সিলেট বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করা হলেও তা

কেবল নামে মাত্রই। এদিকে সরাসরি ফ্লাইট যখন বন্ধ থাকে, প্রবাসী সিলেটীরা ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছেও কানেকটিং ফ্লাইটের অপেক্ষায় চরম ভোগান্তির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এক সময় সরাসরি ফ্লাইট চালু করার পর তা বন্ধ হলে হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তা পুনরায় চালু করার জন্য একটি রীট মামলা দায়ের করা হয় এবং সরাসরি লন্ডন-সিলেট ফ্লাইট চালু হয়।

মিথ্যে মামলা দিয়ে হয়রানি

প্রবাসীদের মিথ্যে মামলা দিয়ে হয়রানির ঘটনা আজকের নতুন নয়। এ ধরণের মামলার শিকার শত শত প্রবাসী। এসব মামলার প্রতিকার চেয়ে দেশে গিয়ে দ্বারে দ্বারে ধর্না দিয়েও কোনো সুবিচার পাননি অনেকে। মূলত: প্রবাসীদের জায়গা-জমি আত্মসাৎ, বিপাকে ফেলে বিপুল অঙ্কের অর্থ বাগিয়ে নেয়া এবং সামাজিকভাবে নিজ নিজ এলাকায় তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে স্বীয় স্বার্থ হাসিলই এসব মামলার নেপথ্য কারণ। দেশে গিয়ে দায়িত্বশীলদের কাছে প্রতিকার চেয়েও প্রতিকার পাননি। পারিবারিক বিরোধ থেকেও এধরণের অনেক হয়রানিমূলক ও মিথ্যে মামলা হয়েছে। কয়েক দশক আগে সিলেটে স্থাপিত প্রবাসী বিষয়ক সেলে প্রতিকার দাবী করেও অনেকেই কোনো প্রতিকার পাননি। স্বার্থান্বেষীরা লোকগুলি থানা-পুলিশের উপর প্রভাব বিস্তার করে কেবল প্রবাসীদেরই হয়রানি করে চলেছে। অনেক প্রবাসী আছেন, যাঁরা দেশে ফিরে গেলে এসব মিথ্যে মামলার জালে জড়িয়ে পড়বেন, সে আশঙ্কায় এখন আর দেশেই ফিরছেন না।

ভূমি জরিপ ও সাবরেজিষ্টার অফিসের দুর্নীতি

প্রবাসীদের জমি-জমা আত্মসাতের লক্ষ্যে ভূমি ও সাব রেজিষ্টার অফিসের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজচক্র সুদূর অতীত থেকে সক্রিয়। এই চক্রের কারণে বহু সংখ্যক প্রবাসী আজ সর্বস্বান্ত। ভূমি অফিসের দুর্নীতিবাজরা একটি প্রতারক ও প্রভাবশালী চক্রের ইশারায় শুভংকরের ফাঁকির জালে ফেলে বহু সংখ্যক প্রবাসীর জমি-জমা ভূঁয়া নামজারীর মাধ্যমে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছে। এ অবস্থায় প্রবাসীরা দেশে ছুটে গিয়ে পুনঃ জরীপের আবেদন জানিয়েও ফল পাননি। এ দিকে সাব-রেজিষ্টার অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট এক শ্রেণীর কর্মচারী, যারা দীর্ঘদিন যাবত দেশে ফিরছেন না, তাদের সম্পত্তির বিভিন্ন অংশ জাল কাগজ-পত্র সম্পাদন করে অন্যের নামে তুলে দিচ্ছে। প্রবাসের দূতাবাসগুলোতেও অভিযোগের স্তুপ জমে উঠেছে। কিন্তু কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এ সব ঘটনায় অসংখ্য মামলা ঝুলে আছে। অন্যদিকে দেশে আসা-যাওয়া করেও অনেকেই গলদঘর্ম হচ্ছেন। এদিকে ভূমির সীমানা নির্ধারণসহ অন্যান্য কাজে সার্ভেয়ারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ সমস্ত সার্ভেয়ারদের অদক্ষতা, খামখেয়ালীপূর্ণ জরিপ, মনগড়া রিপোর্টে ও ঘুষ-দূর্নীতির কারণে একদিকে অনেক প্রবাসী হারাচ্ছেন তাদের সহায় সম্পত্তি অন্যদিকে এ নিয়ে সৃস্ট জটিলতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রাননাশের সমুহ সম্ভাবনা থাকতে দেখা যায়।

পাওয়ার অব এটর্নি

প্রবাসীদের ভূ-সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-পাতি প্রশ্নে পাওয়ার অব এটর্নি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অথচ জাল পাওয়ার অব এটর্নী সম্পাদন করে একটি প্রতারকচক্র প্রবাসীদের পদে পদে বিব্রত করছে। এ ধরণের পাওয়ার অব এটর্নি সম্পাদন করতে পারে প্রবাসের সংশ্লিস্ট দূতাবাসগুলোও। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের সম্পাদিত পাওয়ার অব এটর্নিও দেশে কার্যকর হচ্ছেনা। দেখা যাচ্ছে, দেশেই একটি প্রতারক চক্র ভূঁয়া পাওয়ার অব এটর্নি সম্পাদন করে স্বীয় স্বার্থ হাসিল করে নিচ্ছে। এসব বিষয়ে আইনগত সহায়তা চেয়েও প্রবাসীরা প্রতিকার পাচ্ছেন না। উল্টো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ভূ-সম্পত্তি বিষয়ে।

আইন শৃঙ্খলার অবনতি এবং ঘন ঘন ডাকাতি

বৃহত্তর সিলেটের প্রবাসী অধ্যুর্ষিত এলাকাসমূহে প্রায়শঃই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো হয়ে তাকে প্রবাসীদের কেন্দ্র করেই। এ ক্ষেত্রে প্রবাসীদের জায়গা-জমি ও বাসা-বাড়ী দখলের ঘটনা অন্যতম। এ সব এলাকায় ডাকাতির ঘটনা আরো একটি প্রধান কারণ। ডাকাতরা ওৎ পেতে প্রতীক্ষায় থাকে কখন কোন বাড়িতে প্রবাসীদের আগমন ঘটে। রাতে হানা দিয়ে তারা সবকিছু লুটে নেয়। প্রবাসীরা অনেক ক্ষেত্রে খুন বা রক্তাক্ত জখম হন। ডাকাত পাকড়াও প্রশ্নেও পুলিশের ভূমিকা আন্তরিক বলে মনে হয়না। অথচ প্রবাসীদের নিরন্তর দাবী সত্বেও পুলিশী টহল বা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সমূহে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হচ্ছে না।

ভূ-সম্পত্তি কেনা-বেচা এবং কেয়ারটেকারদের প্রতারণা

জায়গা-জমি এবং বাসাবাড়ী কেনা-বেচা করতে গিয়ে প্রবাসীরা সুদীর্ঘকাল থেকে নানাভাবে প্রতারণার শিকার হয়ে আসছেন। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের সাথে সম্পৃক্তরা জাল কাগজপত্র তৈরী করে তাদের ভূ-সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। হতাশ প্রবাসীরা ঘাটে ঘাটে ধর্ণা দিয়েও সুফল পাচ্ছেন না। প্রতারণার মামলা নিয়ে থানা-পুলিশের দ্বারস্থ হয়েও মামলা দিতে পারছেন না। পুলিশ নিচ্ছে প্রভাবশালীদের পক্ষ। অন্যদিকে প্রতারকদের ক্রমাগত: প্রাণনাশের হুমকির মুখে শেষপর্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় তাদের প্রবাসে ফিরে যেতে হচ্ছে। অনেকে আবার দলিলপত্রের তোয়াক্কা না করেই ক্ষমতার জোরে জায়গা-জমি ও বাসা-বাড়ী দখল করে রেখেছে। এ চিত্র কেবল বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের-ই নয়, দেশের প্রবাসী অধ্যুর্ষিত সকল অঞ্চলেই একই চিত্র। এ ধরণের অভিযোগের স্তুপ জমে আছে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের দফতরে। প্রশ্ন, ক'জন প্রবাসী পেয়েছেন সুষ্ঠু প্রতিকার?

সন্তানাদীর বিয়ে সাদি প্রশ্নে দালালচক্রের তৎপরতা

এমন বহু প্রবাসী রয়েছেন, যারা প্রবাসে বেড়ে ওঠা তাদের ছেলে-মেয়েদেরও দেশে নিয়ে আসেন বিয়ে-সাদী সম্পন্নের লক্ষ্যে। এ বিয়ে-সাদী দেয়ার ব্যাপারটি একটু জানাজানি হলেই দালালচক্র তৎপর হয়ে উঠে। নানা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সন্তানের

অভিভাবকদের ভুল-ভাল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় মেতে উঠে। মোটা অঙ্কের অর্থের লোভে ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী পাত্র-পাত্রীর গলায় ফাঁস হিসেবে দুই নম্বরী ছেলে-মেয়েদের গছিয়ে দিতে চায়। এ ক্ষেত্রে তারা নানা হুমকী-ধামকীরও আশ্রয় নিয়ে থাকে। তাদের পছন্দ মতো ছেলে-মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে না চাইলে বিয়ের অনুষ্ঠানেও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী সন্তানদের অপহরণ, এমনি বিয়ের আসরে হামলা চালিয়েও সবকিছু পন্ড করে দেয়।

স্বদেশে বিনিয়োগ

প্রবাসীরা দেশে বিনিয়োগ করতে আসলেও নগন্য সংখ্যকই সফল হন। আর সফল হলেও এ জন্য বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। বাকীরা বিনিয়োগ করতে এসে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে ফের প্রবাসে ফিরে গেছেন। দেশে বিনিয়োগ করতে হলে ভূমি ক্রয়ের প্রশ্নটি আসে সর্বাগ্রে। এরপর ব্যাঙ্ক ঋণ, প্রকল্প প্রণয়ন, গ্যাস-বিদ্যুৎ সুবিধাদি সহ সরকারী অনুমতির ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে নির্ভর হওয়ার কোনো পথ দেখতে পান না বিনিয়োগ প্রত্যাশী প্রবাসীরা। ঘাটে ঘাটে ধর্ণা দিতে গিয়ে দেখেন, একটি মহল তাদের অর্থ আত্মসাত করতে যেনো উদগ্রিব বসে আছে। কোনভাবে কবজা করতে পারলে বছরের পর বছর এদের পেছনে ঘুরেও কোনো ধরণের ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়ে প্রবাসে ফিরে যেতে হচ্ছে। এর ফলে বিনিয়োগ প্রত্যাশীরা ক্রমশ দেশে বিনিয়োগের স্বপ্ন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন।

আবাসিক প্লট/ ফ্ল্যাট বিক্রি

দেশে আবাসিক প্লট/ফ্ল্যাট বিক্রি করতে চান, এমন লোভনীয় প্রচারনা ব্যবসায়ীরা প্রায়ই প্রবাসে গিয়ে চালিয়ে থাকেন। এ ধরণের প্রচারণায় সাড়া দিয়ে প্রবাসীরা কেনেন, প্লট অথবা ফ্ল্যাট। কিন্তু মুষ্টিমেয় কতিপয় ভাগ্যবান প্রবাসী ব্যতীত বাকী সকলেই শিকার হন প্রতারণার। নানাভাবে তাদের অর্থ হাতিয়ে নিয়ে থাকেন দেশের একশ্রেণীর প্রতারক ব্যবসায়ীচক্র। অভিযোগ করলো প্রতিকারের বদলে উল্টো সংশ্লিষ্টদের হুমকী-ধামকীর মুখে প্রবাসে ফিরে যেতে হচ্ছে।

এবারে আমি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরছি।

১। সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার প্রবাসী দুই ভাই যথাক্রমে সিরাজুল ইসলাম ও শাহজাহান মিয়া দীর্ঘদিন থেকে যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন। তারা সিলেট শহরের বাঘবাড়ী এলাকায় বাড়ী করার উদ্দেশ্যে ২০শতক জায়গা ক্রয়ে করেন। কয়েক বছর পর তারা দেশে গিয়ে জানতে পারেন, জাল দলিল সৃষ্টি পূর্বক এ জায়গার একক মালিক হয়েছেন অন্যএকজন। এ ব্যাপারে তারা আত্মীয় স্বজন, গ্রাম্য সালিশ এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে বার বার ধর্না দিয়ে উদ্ধার করে এ জায়গা তাদের ছোট বোন পিয়ারার বেগম এর অকাল প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা স্বামীর ইয়াতিম ৫ সন্তানকে দান করেন। কিন্তু তারা সেখানে যেতে পারছেন না। এ জন্য বার বার ধর্ণা দিচ্ছেন প্রশাসনের কাছে।

২। যুক্তরাজ্যে অন্য প্রবাসী আশিকুর রহমান সিলেট শহরের বাঘবাড়ী এলাকায় ৭শতক ভূমির উপর বাসাবাড়ী নির্মাণ করে কয়েকমাস বসবাস করার পর যুক্তরাজ্যে চলে আসার সময় ভাড়াটিয়াকে দিয়ে আসেন। কিন্তু তারা যুক্তরাজ্যে চলে আসার পর থেকেই স্থানীয় সন্ত্রাসীরা একদিন অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেই ভাড়াটিয়াদের জোরপূর্বক বাসা থেকে বের করে দিয়ে তাদের মালিকানা সাইনবোর্ড প্রতিস্থাপন করে। উক্ত প্রবাসী দেশে আসলে তাদেরকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ায় এখন আর তারা দেশে আসতে পারছেন না।

৩। সিলেটের আরেক প্রবাসী সুলতান আলী ও তার ভাই সিলেট শহরের শামীমাবাদ এলাকায় ২০০১ সালে ১০ শতাংশ জমি ক্রয় করেন। কিন্তু এ জমি ক্রয় করার কয়েক বছর পর স্থানীয় মাস্তান ও ভূমিখুর শফিক ও আপ্তাব গং এ জায়গা জোরপূর্বক দখল করে নেয়। এখানে এখন তারা নিজেদের নামে সাইবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে ও কাঁচা ঘর তৈরি করে তাদের নিজস্ব ভাড়াটিয়া সেখানে রেখেছে। সিলেটের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার ছত্রচ্ছায়ায় এ কাজ করে যাচ্ছে।

৪। হবিগঞ্জ জেলার যক্তরাজ্য প্রবাসী শেখ মোঃ আব্দুল গফুর এবং তার অপর দুই ভাই নবিগঞ্জ উপজেলায় শেখ ভবন ওসমানী রোডে ৮৮শতাংশ ভিটা ও নির্মিত বাসা তাদের নিজ নামে ক্রয় করেন এবং দেশে থাকাকালীন সেখানে বসবাস করেন। কিন্তু তার আত্নীয়ের ছেলের সাথে আব্দুল গফুরের মেয়েদের বিয়ে দিতে রাজী না হওয়ায় তাদের অনুপস্থিতিতে রাজিয়া বেগম ও তার ছেলে মেয়েরা উক্ত বাসাবাড়ী, আসবাপত্র, ব্যক্তিগত গাড়ী , মোটর সাইকেল ইত্যাদি হস্তগত করে নেয়। তিনি এ সংবাদ পেয়ে দেশে গেলে তাকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়। তাই এখন তিনি আর দেশে যেতে পারছেন না।

৫। সিলেটের ওসমানী নগরের কসপুরাই গ্রামের যুক্তরাজ্য প্রবাসী জেবু বেগম চৌধুরী তার মেয়েদেরকে নিয়ে বিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে দেশে গিয়েছিলেন। একই গ্রামের জনৈক ব্যক্তি তার ছেলের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেন। এতে রাজী না হওয়ায় জেবু বেগমের ব্রিটিশ পাসপোর্ট, টাকা স্বর্ণালংকার নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সে তাদের দেশের সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। সন্ত্রাসীদের একমাত্র দাবী লন্ডনী মেয়েকে বিয়ে দিন নতুবা জমি ছেড়ে দিন। এ অবস্থায় হুমকির সম্মুখীন হয়ে তিনি যুক্তরাজ্যে ফিরে যান। বর্তমানে হতাশার মধ্যে দিনযাপন করছেন।

৬। সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার হারুন রাজা তার নিজের ক্রয়কৃত থানা সদরের ৪টি দোকান, পৈত্রিক সম্পত্তির আনুমানিক ৬৫ একর ভূমি ও একটি পেট্রোল পাম্প যা 'রাজ ফিলিং স্টেশন'। এগুলি কয়েকজনে দখল করে নেয়। তাদের সকলের বাড়ী ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ধনারামপুর গ্রামে।

৭। যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম প্রবাসী জুবের আহমদ একটি বাসা ক্রয় করে কেয়ারটেকার হিসাবে জনৈক ব্যক্তিকে দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এখন তারা সেই বাসা নিজেদের নামে কাগজপত্র করে মালিকানা দাবী করেছে। এ নিয়ে জুবের আহমদ দেশে গেলে প্রাণনাশের হুমিক দেয়ায়্য তারা দেশে ফিরতে পারছেন না।

সম্মাণীত সুধীজন,

দেশে কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রবাসীরা সাধারণত স্ব স্ব দেশের হাইকমিশন বা দূতাবাস সমূহের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকেন। এ অবস্থায় তারা নিজেদের অভিযোগসমূহ লিখিতভাবে সেখানে জমা দেন। জমা দেয়ার পর হাইকমিশনের পক্ষ থেকে তা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে থাকেন। এরপর তা সুষ্ঠু তদন্তের জন্য ইউ এনও ওসি বা উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট পাঠানো হয়। এ ক্ষেত্রে যখন তদন্ত শুরু হয়, তখন তদন্তকারী কর্মকর্তা এক পক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকেন। অন্য পক্ষকে কাছে পান না। এ অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তদন্তকারী কর্মকর্তা তাদের স্বার্থ আদায় করে মনগড়া বা আজগুবি রিপোর্ট পেশ করে থাকেন। উদাহরণ সরুপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত একটি দরখাস্ত দেয়া হলে বিষয়টি একটি থানার পুলিশ কর্মকর্তার নিকট তদন্তের জন্য পাঠানো হলে তা তদন্ত করার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি নিয়ে 'দেওয়ানী আদালতে মামলা আছে' বলে উল্লেখ করে রিপোর্ট প্রদান করেন। যে কারণে সেটি আর অগ্রসর হয়নি। আসলে সে বিষয় নিয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন মামলাই নেই এবং তার কোন কাগজপত্রও ঐ কর্তকর্তা প্রদর্শন করতে পারেন নি।

গণপ্রতিনিধি/রাজনীতিবিদ

গণপ্রতিনিধি বা রাজনীতিবিদদের মাধ্যমে অভিযোগ করার সময় স্থানীয় এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান বা অন্য কারো কাছে তা দাখিল করতে হয়। অনেক জনপ্রতিনিধি এসব বিষয়ে আন্তরিক হয়ে তা মধ্যস্ততার মাধ্যমে সমাধানের প্রয়াস চালান। কিন্তু যখন এ মধ্যস্থতা শুরু হয়, তখন প্রবাসীরা কেউ ব্যক্তিগতভাবে অথবা কেউ প্রতিনিধির মাধ্যমে যোগাযোগ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, তিনি সরাসরি উপস্থিত থাকেন। এমতাবস্থায় অনেক জনপ্রতিনিধি তাদের পক্ষ নিয়ে থাকেন। কারণ তারা সেই গণপ্রতিনিধিদের ভোটার বা কর্মী হিসেবে নির্বাচনে কাজ করে থাকেন। যেখানে প্রবাসীদের দলবলও নেই, ভোট দেয়ারও সুযোগ নেই সেখানে এই মধ্যস্থতার ফলাফল কতটুকু প্রবাসীবান্ধব হবে তা সহজেই অনুমেয়। যদিও অনেক গণপ্রতিনিধি বিদেশ সফরে গেলে প্রবাসীদের জন্য 'জান কুরবান' করে দিবেন বলে ঘোষণা দিয়ে সম্বর্ধনা নিয়ে চলে আসেন। এমনও অনেক প্রবাসী আছেন, যারা দেশে আসার পর এসব জনপ্রতিনিধিদের সাক্ষাৎলাভেও ব্যর্থ হন।

আত্মীয়-পরিজন

অনেক নিকটাত্মীয় আছেন যাদের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রবাসীরা প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। তবে এ ক্ষেত্রে যার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা চালানো হয় তার আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। তাই এ ব্যাপারে প্রবাসীদের ভরসা করার আর কোন জায়গা থাকেনা। তারা বাধ্য হয়েই প্রবাসীদের শশুরবাড়ীর আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এ পর্যায়ে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন এবং তখন থেকেই তারা আর কোন সহযোগিতা করতে চান না বরং আরও বিপরীত হয়ে কাজ করতে থাকেন। তখন প্রবাসীদের 'আমও যায়, ছালাও যায়'। এ পর্যায়ে পরবর্তীতে যখন প্রবাসী দেশে যান, তখন আর নিজ বাড়ীতেও আশ্রয় পাননা। আশ্রয়স্থল হয়ে পড়ে 'শশুড় বাড়ী' অথবা নিকটস্থ শহরের বাসাবাড়ী। কিছুদিন এভাবে অবস্থান করে শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে প্রবাসে ফিরে যান।

নিজস্ব উদ্যোগ

প্রবাসীরা অনেক সময় তার সমস্যা সমাধানের জন্য দেশে যান এবং স্থানীয় মাতব্বর, গ্রামের পঞ্চায়েত বা প্রভাবশালী ব্যক্তির স্মরনাপন্ন হন। এ পর্যায়ে প্রথমেই প্রবাসীরা যাদের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন, তিনি সুযোগ খুঁজতে থাকেন তার কাছ থেকে কিভাবে স্বার্থ আদায় করা যায়। এসবের মধ্যে রয়েছে প্রবাসীদের বিবাহযোগ্য ছেলে-মেয়েদের সাথে তাদের সন্তানদের বিয়ের প্রস্তাব দেয়া, নগদ টাকা পয়সা ধার নেয়া, কোন সংগঠন বা সভা সমাবেশের জন্য চাঁদা দাবী, এলাকার রাস্তাঘাট, মসজিদ, পুল, কালভার্টের জন্য সাহায্য চাওয়া প্রভৃতি। তখন প্রবাসী একটি পূরণ করলে অন্যটি তার সামনে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়। তখন আর প্রবাসীর পক্ষে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়না।

আইনগত পদক্ষেপ

প্রবাসীরা স্বল্প সময়ের জন্য দেশে যান। এমতাবস্থায় নিজের সমস্যার বিষয়টি নিয়ে আদালতের স্মরণাপন্ন হওয়ার সুযোগও তাদের থাকেনা। আর এ ব্যাপারে বিশেষ করে জায়গা জমির ব্যাপারে দেওয়ানী মামলা একটি দীর্ঘ সূত্রিতার বিষয়। সুতরাং এ পথে কখনোই পা বাড়াতে চান না। কেউ অগ্রসর হলেও অনেকে না পারেন মামলা চালাতে, না পারেন মামলা তুলে নিতে। তাই আদালতের মাধ্যমে সুরাহা পাওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

মাধ্যম, সংবাদপত্র

অনেক সময় প্রবাসীদের নানান সমস্যা ও দুর্দশার চিত্র পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে তাদের সমস্যা সমাধানের পথ আরও রুদ্ধ হয়ে যায়। পত্রিকায় যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় তারা বিরাগভাজন হয়ে পড়ে। প্রশাসনও তখন বেকে বসে। তারা তখন বলে বসে, আপনি পত্রিকায় দিয়েছেন সুতরাং আপনার সমস্যা পত্রিকাওয়ালারাই করবেন, আমাদের কাছে কেন আসছেন?

প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানে কিছু সুপারিশ

১। বর্তমানে হাতের লেখা পাসপোর্টের পরিবর্তে প্রত্যেক প্রবাসীকে দেয়া হচ্ছে এম আর পি বা মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট। এই ডিজিটাল পার্সপোট করার জন্য প্রবাসীরা নানা প্রকার হয়রানির শিকার হতে হচ্ছেন। সঠিক সময়ে পার্সপোট পাচ্ছে না তারা। তা ছাড়া এটার মেয়াদ যদি ৫ বছরের স্থলে ১০ বছর করা হয় তবে প্রবাসীরা উপকৃত হবেন।

২। আমরা ধন্যবাদ জানাই আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাহেবকে তিনি ইতিমধ্যেই স্ব-উদ্যোগী হয়ে গঠন করেছেন 'প্রবাসী হেল্প ডেস্ক'। এর দায়িত্বে রয়েছেন পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। এ ডেস্কের বুথ থাকবে বিমানবন্দর পুলিশ সুপার কার্যালয়ে। আমরা এ বুথের সংখ্যা বাড়িয়ে সম্ভব হলে বিভিন্ন দেশের হাইকমিশন বা এম্বেসিগুলিতে রাখার সুপারিশ করছি। এদিকে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যে, বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে স্থাপিত 'প্রবাসী কল্যাণ শাখায়' যে সমস্ত দরখাস্ত জমা নেয়া হয় তা তদন্ত শেষে ফাইলবন্দি হয়ে থাকে। তদন্তকারী কর্মকর্তা কি রিপোর্ট দিলেন তা আর পর্যালোচনা করে দেখা হয়না। তাই আমরা আজকের প্রধান অতিথি মহোদয়ের নিকট অনুরোধ জানাবো, যে সমস্ত দরখাস্ত প্রবাসী হেল্প ডেস্কে জমা হবে তা যেন রিভিউ করার সুযোগ থাকে। আর এ ক্ষেত্রে যদি প্রতি ৩মাস পর পর আমাদের সংগঠনের প্রতিনিধি এবং ভুক্তভোগীদের উপস্থিতিতে তা রিভিউ'র ব্যবস্থা করা হয় তখন কোন রিপোর্ট এক তরফা হলে তা জানার সুযোগ হবে।

৩। পৃথিবীর অনেক দেশের তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিজিটাল কোর্ট চালু আছে। সে হিসাবে মাননীয় প্রধান বিচারপতি সম্প্রতি যুক্তরাজ্য সফরকালে বলেছিলেন যে, বাংলাদেশেও এ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। তবে আমরা এ ক্ষেত্রে এটাই অনুরোধ করবো, প্রবাসী বাংলাদেশীরা যাতে যুক্তরাজ্য থেকে তাদের আইনজীবীর মাধ্যমে কেইস ফাইল করতে পারেন এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্বাক্ষ্য প্রদান করতে পারেন অন্তত সে ব্যবস্থা করা হউক। কারণ অনেকে দেশে কেইস ফাইল করতে বা দিতে সাহসী হয়না। তা ছাড়া সাধারণ মামলার জন্য দীর্ঘদিন দেশে থাকতে হলে বিদেশে ব্যবসা বানিজ্য বা চাকুরীর প্রভূত ক্ষতি হয়।

৪। আজকের এ সেমিনারে উপস্থিত নেই এমন অনেক আছেন যারা এ সমস্ত বিষয়ের তদন্ত কাজ পরিচালনা করে থাকেন। যেমন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ইউএনও বা এসিল্যান্ড। তাই প্রবাসী অধ্যুষিত জেলাসমূহের পুলিশ সুপার মহোদয়ের মাধ্যমে সংশ্লিস্ট ওসিগণ এবং জেলা প্রশাসক মহোদয়ের মাধ্যমে ইউএনএ এবং এসিল্যান্ডসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতির মাধ্যমে এ সেমিনারের বক্তব্য ব্রিফিং করার ব্যবস্থা করা হলে অন্তত: প্রাথমিক তদন্তের ক্ষেত্রে অনেক সুফল আসতে পারে।

৫। অনেকে বলে থাকেন জমাজমির ব্যাপারে পুলিশের তেমন কোন ভূমিকা নাই। এগুলি আদালতের ব্যাপার। আমরা মনে করি আদালতের সাথে সাথে এ ব্যাপারে পুলিশেরও অনেক কিছু করণীয় আছে। বিশেষ করে চাঁদাবাজ, অবৈধ দখলদার ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা খুবই জরুরী। এ ব্যাপারে সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৭ জানুয়ারী পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ভূমি দস্যুদের দমনে পুলিশই যথেষ্ট । সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও অবৈধ দখলদারদের কোন ভাবেই প্রশ্রয় দেয়া হবেনা। এমনকী নিজ দলের হলেও এসমস্ত অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাহিনীকে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতির কথা বলেছেন। সুতরাং আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ঘোষনার আশু বাস্তবায়ন চাই।

৬। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আলোচনা হলেও এখন পর্যন্ত প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে। তাই অবিলম্বে এই বিষয়ে প্রবাসীদের প্রবাসে ভোটাধিকার প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া । তা ছাড়া ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ প্রেরণ এবং গ্রহন প্রক্রিয়ার জটিলতা দূরকরা, সকল সেক্টরে প্রবাসীদের বিনিয়োগকৃত অর্থের রাষ্ট্রকর্তৃক নিরাপত্তা বিধান, বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাস, মিশন, কনস্যুলেটের সেবা আরো দ্রুত, আন্তরিক এবং সহজ করা, দেশে ফিরে এলে বা পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়াতে এেল সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, প্রয়োজনে প্রতি থানায় একটি প্রবাসী ডেস্ক চালু করা, বাংলাদেশের সকল বিমান বন্দরে ভিজিলেন্স টিম গঠন করে বর্হিগমন এবং এবং আগমনী প্রবাসী যাত্রীদের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ এবং তাদের সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান, বাংলাদেশ সরকার প্রবাসীদের জন্য যেসব সুযোগ সুবিধা প্রবর্তন করেছে তার বহুমুখী প্রচারের ব্যবস্থা করা, বাংলাদেশে থেকে টাকা বিদেশে আনার প্রক্রিয়া আরো সহজ করা, এবং প্রবাসে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশীদের পরবর্তী প্রজন্ম বিশেষ করে তাদের সন্তানদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা প্যাকেজ ঘোষনা করে দেশের প্রতি আকৃষ্ট করার দ্রুত ও কার্যকর উদ্যেগ গ্রহণ প্রভৃতি।

সম্মাণীত সুধীজন,

আগেই বলেছি, সমস্যা অন্তহীন। এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এখনও হয়নি। অথচ এসব সমস্যা ক্রমাগত জট পাকাচ্ছে। আমরা মনে করি, সরকারের আন্তরিকতা এবং জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন এ ক্ষেত্রে আন্তরিক হলে, প্রতিটি সমস্যা প্রশ্নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ যেতে পারে। আর তা হলে প্রবাসীরাও সর্বক্ষেত্রে দেশের প্রতি আস্থা রাখতে পারবেন। প্রবাসীরা যতবেশী স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে ততবেশী রেমিটেন্স দেশে আসবে। আর যতবেশী রেমিটেন্স সরকারের কোষাগারে জমা হবে ততবেশী দ্রুত দেশের অর্থনীতির পরিবর্তন হবে। দেশের সুন্দর অর্থনীতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সরকারের এখনই উচিত প্রবাসীদের নিয়ে সঠিক নীতিমালা তৈরি করা। যে নীতিমালার ফলে প্রবাসীরা বেশি বেশি রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচলে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই আমি এ বিষয়ে সকল মহলকে আন্তরিক

----------o----------